দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...... 20 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৩ ......

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন বাতিল না হলে আন্দোলন

-শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৩ মে শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত ৪১টি ধারা সম্বলিত এক ফরমান জারি করে দেশের ৫ লাখের বেশী শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ম্যানেজিং কমিটিসমূহকে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে ফেলেছে। এ প্রজ্ঞাপন মেনে নিলে শিক্ষকতা আর মহান পেশা থাকবে না; বরং শিক্ষকতা হাবশী, গোলামির পেশায় রূপান্তরিত হবে।

২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

১-এর পৃষ্ঠার পর

গতকাল বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ এই অভিযোগ করেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পরিষদের সদস্য সচিব আলহাজ্ব শেখ আব্দুস সালাম। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন, প্রিন্সিপাল মোঃ তয়েবুর রহমান, মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন ভূইয়াসহ সমিতির অন্য নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে ফরমান জারির ফলে শিক্ষার তৃণমূল পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তদারকিতে যাদের রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং থানা প্রকল্প কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)। সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বলা হয়, যারা বা যিনি এ প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন, তিনি বা তারা সরকারকে হেয়প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই এ কাজটি করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, আগামী ৩০ জুনের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ফরমান বাতিল না করলে উক্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকে আন্দোলনের পথ বেছে নেয়া হবে।